কল্পতরু
পিকচার্সের
নিবেদন
অভিসঙ্গ

কল্পতরু পিকচার্সের

অভিশপ্ত

জুড়ন জীবন মুখোপাধ্যায়ের 'নারীর মুক্তি' অবলম্বনে

সংগঠনে

সুরশিল্পী	: অনুপম ঘটক	গীতিকার	: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
চিত্রশিল্পী	: দেওজীভাই	শিল্প নির্দ্দেশক	: সত্যেন রায় চৌধুরী
শব্দযন্ত্রী	: সন্তোষ ব্যানার্জ্জি	কাহিনী রূপান্তর ও সংলাপ	নীলাম্বর চ্যাটার্জ্জি
সম্পাদনা	: সন্তোষ গাঙ্গুলী		

প্রযোজনা ও ব্যবস্থাপনা ০ অনিলকুমার দাঁ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ০ দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা—বিজলী মুখার্জ্জি, সুধীর মুখার্জ্জি, বীরেন চক্রবর্ত্তী ; সুরশিল্পে—হীরেন ঘোষ ; চিত্রশিল্পে—বিভূতি চক্রবর্ত্তী ; সম্পাদনায়—কৃষ্ণকালী সমাদ্দার, তরুণ ; শিল্প নির্দ্দেশে—গৌর পোদ্দার ; বাবস্থাপনায়—অমিয়, নির্ম্মল ; শব্দযন্ত্রে—রমাপদ, কুমার ; প্রসাধনে—অভয় দে ; বেশ-বিন্যাসে—বৈজরাম ; তড়িৎ নিয়ন্ত্রণে—ধীরেন চ্যাটার্জ্জী, সমীর, অনিল, শচীন ; স্থিরচিত্রে—ষ্টিল ফটো সার্ভিস ; প্রচারচিত্রে—রূপদান ; পরিস্ফুটনে—ফিল্ম সার্ভিসেস্ ; অর্কেষ্ট্রা—সপ্তক ; গৃহ সজ্জায়—ভবানীপুর ফার্ণিসিং হাউস, নিউ কর্ণওয়ালিস এক্সচেঞ্জ ; কৃতজ্ঞতা স্বীকার—মেসার্স এ, টি, দাঁ কোং ; তার ও বেতার ।

পরিবেশক ০ কোয়ালিটি ফিল্‌ম্‌স্‌

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

রূপ দিয়াছেন যাঁরা

স্মৃতিরেখা

মণিকা : প্রভা
অপর্ণা : রেবা
মায়া : তারা
উষা
ও
শিপ্রা দেবী

কমল মিত্র

অবনী : তুলসী : কেষ্টধন
জীবন : বাণীবাবু : কালী গুহ
পাঁচু বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাঃ)
বলিন সোম : ষষ্ঠি দে : কেষ্ট দাস
বঙ্কিম দত্ত : সুধীর : মধুসূদন
ও
সমর রায়

আরও অনেকে

কাহিনী

রাধাকান্তকে রেখে তার মা গত হবার কিছুকাল পরে পঙ্কজিনী যখন তাদের সংসারে নতুন গৃহিণী হ'য়ে এলেন তখন থেকেই রাধাকান্ত ধীরে ধীরে তার পিতার স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হ'তে লাগলো। বিমাতার চক্রান্তে সকলেই তাকে দেখতে লাগলো অবহেলার চোখে। কিন্তু তাদেরই গৃহে আশ্রিতা বাল্যবিধবা নীরা সইতে

পারলেনা রাধাকান্তের প্রতি এই অবিচার। তাই সে আসতো গোপনে তার বুকভরা ভালবাসা দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে। অথচ তাকে আশ্রয় ক'রেই রাধাকান্তের জীবনে এলো বিপর্য্যয়। যার ফলে সে হ'লো গৃহ-হারা।

ধনীর দুলাল রাধাকান্ত দাঁড়ালো পথে। সুরু হ'লো তার নিঃস্ব জীবনের পরিক্রমা—সীমাহীন, লক্ষ্যহীন—তবু সে চলে ক্লান্ত পথ। দিশেহারা পথিক একদিন বিস্ময়ে চোখ খুলে দেখলে, তার পাশে কর্মজীবনের মশাল জ্বালিয়ে এক লাবণ্যময়ী নারী—রেণু তার নাম। সেবা দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে রাধাকান্তের মনকে ভ'রে তুললে রেণু। তার বেসুরো জীবনে বেজে উঠলো এক নতুন রাগিণী।

উন্মুক্ত রাজপথে হঠাৎ একদিন নীরার সঙ্গে রাধাকান্তের দেখা—বসন-ভূষণে তার ঐশ্বর্য্যের বিশিষ্ট ছাপ। স্বপ্নাবিষ্টের মত রাধাকান্ত জিজ্ঞাসা করলে—"কে—নীরা? তুমি এখানে?"

"আমার সঙ্গে এসো, বলছি?"—

জানালায় দাঁড়িয়ে সব কিছুই দেখতে পেলে রেণু—ভাবলে, ধুমকেতুর মত তাদের মাঝখানে এ আবার কার আবির্ভাব। তবে কি—?

হতবিহ্বল রাধাকান্ত দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—"এসব তোমার?" "হাঁ"—উত্তর দিলে নীরা।—"কিন্তু তুমি আমায় বিশ্বাস করো রাধুদা.....শুধু তুমি একটি বার বলো..... আমি সারাটি জীবন কাটিয়ে দিই তোমার সেবায়।" রাধাকান্ত বললে "তা হয় না নীরা ....."

এদিকে রেণুর স্বপ্ন লুটিয়ে পড়লো ধূলায়। রেণু আর রাধাকান্তের মাঝে সৃষ্টি হ'লো এক বিরাট ব্যবধান। তার জীবনে স্বামী হ'য়ে এলো এক লম্পট, দুশ্চরিত্র ধনবান যুবক। নাম তার বীরেন।—রেণু চলে গেল তার স্বামীর ঘরে।

সাথীহীন ভগ্নহৃদয় রাধাকান্ত মন দিল কলেজের কাজে।—

হঠাৎ একদিন কলেজের কেরাণী বিজয়বাবু যখন অফিসেই অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন তখন রাধাকান্ত তাঁকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে পৌছে দিতে গিয়ে শুনলে যে, তাঁর সংসারে তাঁর স্ত্রী এবং একমাত্র অনূঢ়া কন্যা অনুপমা ছাড়া এমন কোন দ্বিতীয় প্রাণী নেই যে, তাঁর অবর্ত্তমানে তাদের দেখে। তাই, নিজের জীবন সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত দরিদ্র বিজয়বাবুর সকাতর প্রার্থনায় রাধাকান্ত তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে বললে—নিরাশ্রয় তারা হবে না।

তারপর সত্যসত্যই যখন একদিন বিজয়বাবু ইহলোক ত্যাগ করলেন তখন রাধাকান্ত পড়লো মহাসমস্যায়। কিন্তু যখন অনুপমার মা তাকে ডেকে বল্লেন "বাবা রাধু! তুমিই এখন আমাদের একমাত্র আশা, ভরসা ও আশ্রয়।" তখন সমস্ত দ্বিধা, সঙ্কোচ দূরে ঠেলে দিয়ে রাধাকান্ত'র পরোপকারব্রতীমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। অনুপমাকে সে বিয়ে করলে। গড়ে তুললে ভালবাসার একটি ছোট্ট নীড়।

ওদিকে বীরেনের নির্য্যাতনে, অসহ্য হ'য়ে উঠলো রেণুর দিনগুলি। রাধুদা'কে লেখে তার বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতার কাহিনী। অতর্কিতে বীরেন ঘরে প্রবেশ ক'রে ছিনিয়ে নিল তার অর্দ্ধসমাপ্ত লিপি। শঙ্কিত রেণু দেখলে, তার স্বামীর মুখে ফুটে উঠলো এক বিজাতীয় ঘৃণা। দেখা দিল স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে অবিশ্বাসের এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। এমন সময় রাধাকান্ত এলো বীরেনের বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকেই বীরেনের সঙ্গে সামনা-সামনি তার দেখা। বীরেন দেখলে যে সে যাকে খুঁজতে চলেছে অপ্রত্যাশিতভাবে সে নিজেই তার সামনে হাজির। তার মন প্রতিহিংসায় জলে উঠলো।

সুরু হলো এক কলঙ্কিত অধ্যায়.....।

সঙ্গীত

(১)

যদি আসেই ঝড়
হায়, সবুজ কেন হ'লো নিখিল,
বল, আকাশ কেন হ'লো নীল ;
শ্যামল সীমায় কেন জাগে বালুচর ?

তবু বলাকার পাখা কেন ক্লান্তি জানেনা
হায় সে যে বাধা মানেনা
কেন বল্লভ ফিরে যায়
পল্লবে জাগে মর্ম্মর ?

(২)

আজ সারাবেলা গান শোনাবো আমি
তোমায় গান শোনাবো আমি,
চোখের চাওয়ায় স্বপন নিয়ে
আকাশ এলো নামি।

ভ্রমরের মত শুধু গুণগুণিয়ে যাব
শুধু সুর শুনিয়ে যাব
জানো না কি তুমি এ হৃদয় মোর
কার অনুগামী।

ঝর ঝর মহুয়ার বন সুরের পরশে মোর
দুলিয়ে দেব
তোমার হৃদয় আজ ভুলিয়ে দেব
আঁখিতে স্বপন মায়া বুলিয়ে দেব
এ গানের ফুলবানে জ্যোছনারে ঢাকি
নভে মেঘ রবেগো থামি ॥

(৩)

মিলনের মাঝে, একি ব্যথা
যেন সুর হয়ে বাজে গো
যতটুকু পাই তত যেন চাওয়া,
এ চাওয়ার শেষ নাই :
দিবসেরে স্মরি মিছে আঁকে দীপ
বরণের আলিপন

ছায়াভরা সাঁঝে গো।
সুদূরের ঐ আকাশ নীড়ে,
সুনীল স্বপন মুছে দিয়ে তাই—
আসে মেঘ ফিরে ফিরে।

রামধনু সে ত ক্ষণিকের মায়া
যাহা রয় সে যে আঁধারের ছায়া
তাই বুঝি হায় বেদনার এই
স্মরণীয় আলাপনে
কাঁদি আমি লাজে গো।

সঙ্গীত

(৪)

প্রেমে একি ছল ছিল হায়,
তাই হাসির আড়ালে আঁখিজল ছিল হায়।
সাথীরে ডাকিল ঐ বিরহী কপোত
কেঁদে কাঁদায় সেই আঁখির শপথ
হৃদয় আমার একি ব্যথায় জেগে রয়
খেলা বুঝি ভাঙ্গলো দ্বিধায়।
সেদিন তোমায় আমি করেছি বরণ,
মোর সব হারাবার সুরে সুরে বাজে গো
হারানো দিনেরি স্মরণ।
এই ভুবনে তবুও যেন ফাগুন আসে
নিজেরে হারাই কেন ফুলের বাসে
হৃদয় নিয়ে ওগো হৃদয় ভোলা
বোঝোনা তো সে যে কি দায়।

(৫)

রাঙা পলাশ ঝরে,
হায় আকাশ ভাঙ্গা ঝড়ে গো,
তারি স্মৃতি ল'য়ে যেন
নয়ন জলে ভরে গো।
রাত যেন ফুরালো ঐ
বাঁশীতে নাই সুর আজ ;
যারে আমি চাই গো পাশে
সেই রচিল দূর আজ।
হায় যদি এই ঝড়ে
নিভেই গেলো দীপ গো
কেন তবে রাঙ্গাই সিঁথি
পরি সিঁদুর টিপ্ গো
মানে না হায় হৃদয় আমার
শুধুই কেঁদে মরে গো॥

(৬)

ভাঙ্গা-গড়া সারাবেলা
এই তো নদীর খেলা।
হাসি আর আঁখিজল
ফুল আর ঝরাদল
যেন মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা॥
তবু কিছু রহে বাকি
শুধু সেইটুকু নহে ফাঁকি।
সুরু আর অবসান,
অনুরাগ অভিমান,
অভিশাপ অবহেলা
সেও জীবনেরি খেলা॥

এই গানগুলি হিন্দুস্থান রেকর্ডে শুনিতে পাইবেন।

কল্পতরু পিকচার্সের প্রচার সচিব হিরণ্ময় দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক ১৬-১৭, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং গ্লাস্‌গো প্রিন্টিং কোং লিঃ,
হাওড়া কর্ত্তৃক মুদ্রিত। দাম দু' আনা।